# প্রচার।

মাসিক পত্র।

প্রথম বৎসর।

১২৯১-৯২।

কলিকাতা।

২ নং ভবানীচরণ দত্তের গলি হইতে
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট পিপেল্‌স প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

# প্রচার।

মাসিক পত্র।

৩য় খণ্ড ] শ্রাবণ ১২৯৩। [ প্রথম সংখ্যা

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

[ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন, যে সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এইজন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজ কৃত অনুবাদে, কখন শঙ্কর ভাষ্যের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজ কৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দিপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে "গীতা সন্দীপনীতে" গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

# কালিদাসের উপমা।

রঘুবংশের প্রথম সর্গ উপমা জন্য বিখ্যাত। প্রথম শ্লোকে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ কবি পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছেন—বাক্য এবং অর্থের ন্যায় ইঁহারা চিরসম্পৃক্ত।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

ভেলায় সাগর পার—বামণ হইয়া চাঁদে হাত ইত্যাদি কথা আজকাল আমাদের 'household word'। কালিদাস এই সকল উপমার প্রথম প্রযোক্তা বলিয়াই বোধ হয়।

রাজা প্রজাদিগের নিকট কর স্বরূপ যে অর্থ লন, প্রজাদের হিতের জন্যই আবার উহা ব্যয় করা উচিত—অন্ততঃ কালিদাসের সময়ে লোকের মনে এইরূপ ভাবনা ছিল। রঘুবংশীয়েরা এক গুণ কর লইতেন, সহস্র গুণে প্রজার হিতে ব্যয় করিতেন।

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।

তিনি গোপনে রাজনৈতিক মন্ত্রণা করিতেন এবং বাহিক আকার ইঙ্গিতে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়িত না, সুতরাং জন্মান্তরীন সংস্কার সমূহের ন্যায়—কেবল ফলের দ্বারাই তাঁহার উপায়প্রয়োগাদি অনুমিত হইত।

এই জন্মান্তরীন সংস্কারের কথা কুমারসম্ভবেও আছে—

স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥



গর্ভলক্ষণা সুদক্ষিণার বর্ণনে কবি দুই একটী মাত্র তারা এবং ম্লানপ্রভ চন্দ্রযুক্ত প্রায়াবসন্না রজনীর সহিত, শরীরের অবসাদনিবন্ধন দুই একখানি মাত্র অলঙ্কারবিশিষ্টা এবং লোধ্রপুষ্পতুল্যপাণ্ডুবর্ণমুখী রাজ্ঞীর তুলনা করিতেছেন—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনু প্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী॥

দিলীপ রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে রাজ্যলক্ষ্মী কিয়দংশে রঘুকে আশ্রয় করিলেন।

নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥

যেমন শোভার অধিষ্ঠাত্রী শ্রী, পূর্ণবিকসিত একটী অরবিন্দ হইতে অচিরোদ্গত উৎপলে কিয়ৎ পরিমাণে আবির্ভূত হয়, গুণাভিলাষিণী রাজ্যলক্ষ্মী সেইরূপ নিজের প্রধান আশ্রয় স্থল নরপতি হইতে রাজার সন্নিহিত যুবরাজ সংজ্ঞাযুক্ত আশ্রয়ে অংশে সংক্রমণ করিতে লাগিলেন।

রঘুর পুত্র অজ ঠিক রঘুর মত হইলেন—

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বং।
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥

সেই উজ্জ্বলরূপ, বীর্য্যও সেইরূপ, নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ হইতে উৎপাদিত দীপের ন্যায় কুমার পিতা হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন হইল না।

ইন্দুমতীস্বয়ম্বরে দৌবারিকী সুনন্দা ইন্দুমতীকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে—

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীং ॥

সেই বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা ( দৌবারিকী ) ইন্দুমতীকে, সমীরণে উত্থিত তরঙ্গলেখা যেমন মানস রাজহংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায়—তদ্রূপ অন্য রাজার নিকট লইয়া গেল।

সুনন্দা অঙ্গেশ্বরের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্
মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনা
মুন্মুচ্য সূত্রেন বিনেব হারাঃ ॥

ইনি শত্রুবিলাসিনীদিগের স্তনে মুক্তাফলবৎ স্থূলতম অশ্রুবিন্দু সকল পাতিত করিয়াছেন। তাহাদের মুক্তাহার কাড়িয়া লইয়া সূতাগাছটী খুলিয়া লইয়া যেন উহা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে যে রাজার কাছে লইয়া যান তিনি তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে রাজপথস্থিত প্রাসাদাবলির নিকট দিয়া যাইলে তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দুমতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গ স্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন ম্লান দেখায়, পতিম্বরা ইন্দুমতী যের রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন সেই সেই রাজা তদ্রূপ বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে অবন্তিনাথের নিকট লইয়া গিয়া সেই রাজার



শারীরিক সৌন্দর্য্য, প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, এবং বিলাসিতার সম্যক পরিচয় শুনাইল। কিন্তু ইন্দুমতী তাঁহাকে মনোনিত করিলেন না

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে
প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা
কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্ ॥

সূর্য্যে কুমুদিনীর ন্যায় মিত্ররূপ পদ্মের হর্ষবর্দ্ধক এবং শত্রুরূপ পঙ্কের শোষণকারী সেই অবন্তি নাথে, উৎকৃষ্ট সৌকুমার্য্যবিশিষ্টা সেই ইন্দুমতী অনুরাগিনী হইলেন না।—

এখানে চন্দ্রানুরাগিণী কুমুদিনীর সহিত ইন্দুমতীর এবং প্রতাপশালী অবন্তিনাথের সহিত সূর্য্যের তুলনা করা হইল। আবার এই সর্গে আর দুইটী শ্লোকে সূর্য্য প্রিয়া নলিনীর সহিত, ইন্দুমতীর, এবং চন্দ্রের সহিত প্রত্যাখ্যাত রাজার তুলনা আছে।

তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি
ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎপ্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ
শশীব পর্য্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ ॥

নলিনীর সম্বন্ধে মেঘাবরণশূন্য শারদীয় পূর্ণশশীর ন্যায়, যথেষ্ট প্রিয়দর্শন হইলেও, সেই রাজা ইন্দুমতীর রুচিকর হইলেন না।

অম্বুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ঃ
লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোষে
নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে ॥

দিবাকরের অদর্শনে মুকুলিত পদ্মে, চন্দ্রকিরণের ন্যায়, বিদর্ভাধিপতির ভগিনী ইন্দুমতীর চিত্তে, সুনন্দার উপদেশ, প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না।

অনন্তর ইন্দুমতী অন্যান্য রাজগণকে অতিক্রম করিয়া অজকে বরণ করিলেন। তখন সেই রাজসভার সহিত প্রভাত কালীন সরোবরের কেমন তুলনা!

প্রমুদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্ ।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মম্
কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ ॥

সভার একপার্শ্বে হৃষ্টচিত্ত বরপক্ষ, অপর পার্শ্বে ভগ্নমনোরথ রাজন্যবর্গ—সরোবরের একপার্শ্বে সূর্য্যসম্মিলনে হর্ষোৎফুল্লা কমলিনীশ্রেণী—অপর পার্শ্বে চন্দ্র বিরহে বিষণ্ণা কুমুদিনীমালা।

তার পর সেই ভগ্নমনোরথ ঈর্ষান্বিত রাজাদের আন্তরিক দুরভিসন্ধি এবং বাহ্যিক ভদ্রতার বর্ণনে—

লিঙ্গৈর্মুদঃ সংবৃতবিক্রিয়াস্তে
হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়নক্রাঃ ॥

হ্রদটী বাহিরে বেশ প্রসন্ন—কেমন নির্ম্মল ঢল ঢল করিতেছে—কিন্তু ভিতরে—দারুণহিংস্রনক্রসঙ্কুল।

ভবিতব্যতানিবন্ধন নারদের বিনাচ্যুত স্বর্গীয় মালা স্তনাগ্রভাগে পতিত হওয়ায় ইন্দুমতীর মৃত্যু হইল।

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়ো
স্তনয়ো স্তামবলোক্য বিহ্বলা ।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥

সুন্দর স্তন যুগলের ক্ষণমাত্র সখী সেই মালা দৃষ্টে বিহ্বলা রাজমহিষী রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিমীলিত হইলেন।

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা
সহদীপার্চ্চিরুপৈতিমেদিনীং ॥

ইন্দুমতীর ইন্দ্রিয় চেষ্টাশূন্য শরীর পতিত হইয়া স্বামীকেও পাতিত করিল। প্রদীপ্ত দীপশিখার নিষিক্ত তৈলবিন্দু দীপার্চ্চি সহিতই ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।



অজের ক্রোড়ে ইন্দুমতীর মৃতদেহ—

পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া
করণাপায়নিবন্নবর্ণয়া ।
সমলক্ষত বিভ্রদাবিলাম্
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমা ॥

প্রাণবিনাশ হেতু ম্লান ক্রোড়স্থিত সেই ইন্দুমতী কর্ত্তৃক অজ উষাকালে ম্লানমৃগচিহ্নধারী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অজ ইন্দুমতীর জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন

অথবা মৃদুবস্তুহিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ ।
হিমসেক বিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনং মতা ॥

অথবা প্রজানাশক কাল কোমল বস্তু হিংসার জন্য কোমল বস্তুই অবধারিত করিয়াছেন। হিমপাতে বিনশ্বর কমলই আমার পক্ষে ইহার প্রথমোদাহরণ।

অথবা মম ভাগ্য বিপ্লবাৎ
অশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা ।
যদনেন তরুর্ণপাতিতঃ
ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রয়া লতা ॥

কিম্বা আমার দুর্ব্বাগ্যবশতঃ বিধাতা এই পুষ্পমালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়াছেন, যে হেতু এই বজ্র দ্বারা আশ্রয় বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা লতা বিনষ্টা হইল।

কুমারসম্ভবে রতি খেদ করিতেছেন যে যখন আশ্রয়বৃক্ষ পাতিত হইল তখন তদাশ্রিতা লতা বিনষ্ট হইল না কেন—

অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী—

তারপর—

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী—
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহে।

শর্ব্বরী শশীকে আবার পায়, চক্রবাকবধূ ও সহচর পক্ষীর সহিত আবার মিলিত হয়, সুতরাং তাহারা বিরহান্তর সহিতে পারে। কিন্তু তুমি একেবারে গিয়াছ সুতরাং কেন না আমাকে দগ্ধ করিবে?

কুমারসম্ভবে—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥

শশীর সহিত কৌমুদী নষ্ট হয়; বিদ্যুৎ মেঘের সহিত বিলীন হয়। যে পথে পতি গিয়াছেন স্ত্রীরও যে সেই পথে যাওয়া উচিত ইহা বিচেতন পদার্থেরাও প্রতিপন্ন করিতেছে।

[ক্রমশঃ

# সীতারাম।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে একপাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া কর-তালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল। অনেকেই মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আড়াইটার উপর সাড়ে তিনটা হয় না?" মুরলারও লজ্জা নাই—সে উত্তর দিল, "হয়—তোর বাবাকে ডেকে আন্‌গে যা—"

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিন কতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড়ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড় উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন, যে এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। একথায় রাজা অতি সহজে সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামের আন্তরিক ইচ্ছা নাই, তবে রাজধর্ম্ম পালন এবং রাজ্যশাসন

৮

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই পরিণাম তব লভিব কি আচারে!
রূপ গন্ধ শুকাইলে পরিমল ফুরাইলে
সেবিতে অশক্ত হ'লে ধর্ম্মক্ষেত্র ধরারে
অমনি আনন্দে ঝ'রে পড়িব এ সংসারে
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

ঈশান।

---

## ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ নুমস্তান্॥

এই জগতে নিত্য পদার্থ কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি ইহা আলোচনা করাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রথম উদ্দেশ্য। সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই নিত্য পদার্থ। পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি জড়; প্রকৃতি কখন পুরুষ ছাড়া থাকেন না এবং পুরুষও প্রকৃতি ছাড়া থাকেন না; প্রকৃতির শক্তি হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে—অর্থাৎ এই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে; পুরুষ এই প্রকৃতির লীলার দ্রষ্টা মাত্র; বদ্ধ পুরুষ, চেতন পদার্থ 'আপনা' (আত্মা) হইতে জড় প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারেন না, সেই জন্যই দুঃখ যোগে বদ্ধ থাকেন; প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান জন্মাইলেই পুরুষ, দুঃখযোগ হইতে মুক্ত হন এবং সংসারচক্র তাঁহার পক্ষে নিবৃত্ত হয়। দেহ এবং দেহীর যে সম্বন্ধ তাহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। গীতায় যে সাংখ্যযোগ কথিত হইয়াছে তাহাতে নিত্য চেতন পদার্থ পুরুষকে 'দেহী' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহের জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপার প্রকৃতির নিয়মের অধীন; যে পুরুষ এই দেহের জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তনাদি নিবন্ধন 'আপনাকে' (আত্মাকে) সুখদুঃখভোগী জ্ঞান করেন তিনিই



বদ্ধ পুরুষ; যাহার প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি দেহ হইতে আপনাকে (দেহীকে) পৃথক বলিয়া বুঝেন এবং সেই জন্য দেহের সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন না। যিনি দুঃখে কখনও উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেও বিগতস্পৃহ তিনিই সাংখ্য যোগীগণ মতে মুক্ত পুরুষ।

পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃই প্রকৃতি নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। সুতরাং সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে পুরুষের সহিত এক সঙ্গে ভাবিতে হইবে, নহিলে প্রকৃতি কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। জড়প্রকৃতিকে চেতনপুরুষের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্রকথিত প্রকৃতির কার্য্য সকল বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। আজ কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগতের মূলকারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া যে "chaotic cosmic matter" কে জগতের আদি উপাদান বলিয়া বুঝিতেছেন, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কথায় সেরূপ জড় পদার্থ বুঝায় না; তাঁহারা জড়ের যেরূপ শক্তিকে আদি শক্তি বলিয়া অনুমান করেন সাংখ্যের সত্ত্ব রজ তম শক্তি, কথায় সেরূপ শক্তি বুঝায় না। আজকালকার বিজ্ঞানবিৎগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন আর প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন এ উভয়ের মধ্যে বড় একটি প্রভেদ আছে; এই প্রভেদটি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শক্তি কথাটি আর প্রাচীন পণ্ডিতদের শক্তি কথায় এক অর্থ বুঝিলে অনেক ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। জড়ের শক্তির সহিত চেতনের যে কি সম্বন্ধ আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্গণ তাহা ভাবেন না; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির সহিত চেতন পুরুষের কোন সম্বন্ধই নাই; কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ চেতনের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধসূত্র তাহাকেই শক্তি নাম দিয়া গিয়াছেন; শক্তি কথার সঙ্গে সঙ্গেই চেতন জীবের অস্তিত্ব তাঁহাদের মনে আসিত; কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদদের শক্তি কথাটিতে জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধই মনে আসে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণ যখন তড়িৎ শক্তির কথা ভাবেন তখন তাঁহাদের মনের মধ্যে বাহ্য জড় পদার্থের উপর তড়িৎশক্তির যেরূপ ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সকল কথাই উদয় হয়, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ তড়িৎশক্তির কথা ভাবিতে গেলে ঐ শক্তি তাঁহাদের অন্তরে সুখপ্রদ কি দুঃখপ্রদ, যদি সুখপ্রদ হয় তবে সে সুখ

কোন জাতীয়, যদি দুঃখপ্রদ হয় তবে সে দুঃখ কোন জাতীয়, এই সকল কথাই ভাবিতেন। আর একটি উদাহরণ দিলে আমার কথা অনেকটা পরিষ্কার হইবে। ইচ্ছাশক্তি বলে একটি কথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে; প্রাচীনগণ ইহা বুঝিতেন যে ইচ্ছানিবন্ধন জীবের মনের একটি অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সেই জন্যই ইচ্ছাকে শক্তি নাম দিয়াছেন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইচ্ছাশক্তি বলিলে জীবের ইচ্ছানিবন্ধন বাহ্যিক জড় পদার্থের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই ভাবিবেন। ইংরাজীর force কথার অর্থ এইরূপ—That which produces motion in matter is force. জড়ের গতির কারণের নাম force। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকথিত শক্তি কথার অর্থ এইরূপ—জীবের সংসার চক্রে গতির কারণের নাম শক্তি। জীব নাম ধারী যে 'আমি' সেই আমার যে অবস্থান্তর হয় সেই পরিবর্তনের কারণকেই হিন্দু শাস্ত্রে শক্তি বলা যায়। এই সমস্ত কারণে সাংখ্য- যোগীগণ বা তান্ত্রিক যোগীগণ কথিত শক্তি কথার পরিবর্তে ইংরাজী force বা energy কথা ব্যবহার করিতে গেলে একটু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

সাংখ্যশাস্ত্রে জড় প্রকৃতিকেই স্বষ্টির আদি কারণ বলিয়া কথিত থাকাতে অনেকে মনে করেন যে সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় কথা এবং জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা একই প্রকারের। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ করিয়া দেখিলে এইরূপ বিবেচনা ভুল বলিয়া বোধ হয়।

চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়, এই কথাটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদিন না মানিবে ততদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সাংখ্য বৈজ্ঞনিক তত্ত্বের আদৌ ঐক্য হইবে না। সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি chaotic cosmic matter নহে কেননা সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি নিজে জড় পদার্থ হইলেও উহা চৈতন্যের আভায় আভাম্বিত। মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি-উপাধি-অভিমানী হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদদের chaotic cosmic matter নির্জ্জীব। আমাদের মূল প্রকৃতি জড় বটে কিন্তু সজীব। আমার সত্তানিবন্ধন আমার দেহকে যেমন সজীব বলা যায় কিন্তু বাস্তবিক দেহ জড় পদার্থ সেইরূপ



হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সত্তানিবন্ধন প্রকৃতি সজীব পদার্থ। এই সজীব দেহ হইতেই নানাবিধ প্রজা প্রসূত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণমতে এই জগত কাহারও সঙ্কল্প প্রসূত নহে কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনায় ইহা বুঝা যায় যে, এই যে বাহ্য-জগৎ ব্যক্তাবস্থায় দেখিতেছি, এই ব্যক্তাবস্থার বীজস্বরূপ অব্যক্ত জগৎ সেই আদি পুরুষের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সাংখ্যদর্শন অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি পুরুষের অন্তঃকরণে যে ভাবময় বীজ প্রকাশিত হয় প্রকৃতিই তাহার কারণ; চেতন পুরুষ নিজে ভাবেন না প্রকৃতিই তাঁহাকে ভাবায়। সাংখ্য দর্শনের এক কথায় পুরুষ নিজে কিছুই করেন না তিনি অপরিণামী কূটস্থ; যাহা কিছু কার্য্য এই জগতে হইতেছে তাহা প্রকৃতি হইতেই হইতেছে; কিন্তু নিত্য—পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নচেৎ প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারেনা এবং এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সৃষ্টির প্রথমাবস্থা যখন ভাবা যায় তখন দেখি যে জড় পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্র চক্ষের সমক্ষে রহিয়াছে। পরমাণু সকল ঘুরিতেছে নড়িতেছে একটি অপরটিকে আঘাত করিতেছে, আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পরমাণু সমুদ্রে নানারূপ আবর্ত্ত ঘুরিতেছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিয়া যখন সেই সময়ের কথা ভাবা যায়, যে সময় মহৎতত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়া সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন দেখি, যে জ্যোতির্ম্ময় তেজপুঞ্জ মধ্যে চেতন পুরুষ একজন ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; প্রকৃতির গুণক্ষোভ হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জ্ঞানময় ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রসূত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন পুরুষকে ধ্যানে নিমগ্ন করানই তাহার শক্তির ক্রিয়া; এই ধ্যানস্থ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিতত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব প্রসব করিল এবং এই রূপে সৃষ্টি কার্য্য চলিল।

এইরূপে যখনই একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যায় তখনই ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সাংখ্যকার সৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ সে দিক দিয়াও যান নাই।

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে জড়পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই জড় কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Inanimate Matter একার্থবোধক নহে। প্রকৃতি জড় হইলেও কখনও জীবন শূন্য নহে; পুরুষসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকাশ পায় না, পুরুষ প্রকৃতিকে বুঝিতে পারে কিন্তু প্রকৃতি নিজেকে বুঝিতে পারে না এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলা যায়। কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষ জড় পদার্থ হইলেও উহাকে সজীব বলা যায়, কেননা উহার জন্ম বর্দ্ধন অবস্থান্তর পরিণাম ইত্যাদি আছে, সেইরূপ প্রকৃতি নিত্যা হইলেও উহার ক্রমপরিণাম আছে এবং সেই ক্রমপরিণাম প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ শক্তির বশে একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুযায়ী হইতেছে বলিয়া প্রকৃতিকে সজীব পদার্থ বলা যায়। তান্ত্রিক যোগীগণ জীবনী শক্তিকেই (কুণ্ডলিনী শক্তি) প্রকৃতির অন্তর্ব্বাহী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক শক্তির বশে যাহার উৎপত্তি বর্দ্ধন ও [ক্রমপরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সজীব পদার্থ বলে এবং সেই আভ্যন্তরিক শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই অর্থে প্রকৃতিই সজীব পদার্থ কিন্তু পুরুষের জীবন নাই এবং সেই জন্য মরণও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Inanimate Universeকে প্রকৃতি বলা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবভূতা প্রকৃতিকেই পরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। গীতা ৭।৫। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই মূল প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থা শক্তি। ইয়ুরোপে এক সময় প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ছিল সেই সময়কার দার্শনিকগণ Animus mundi (The Universal life) অর্থে যাহা বুঝিতেন আমাদের প্রকৃতি কথারও তাহাই অর্থ। এই বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তি হইতে প্রথমে যে জীব উৎপন্ন হন তিনি বা তাঁহারা বুদ্ধিমান্, সংশয়রহিত বুদ্ধিরিন্দ্রিয় ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, এই কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যবে প্রমাণ করিতে পারিবে তবেই তাঁহাদের বিজ্ঞান সাংখ্যের বিজ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্লেটোর দর্শন শাস্ত্রের কথাসকল আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথাসকল অনেকটা এক রকম। প্লেটো বলেন যে বাহ্য জগতে যে সকল ঘটনা (phenomena) দেখা যায় ইহারা ভাবময় জগতের ভাব সমূহ (Ideas) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই ভাবসমষ্টিই সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধিতত্ত্ব। যে মূল ভাব সকল* হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে সেই ভাব সমূহের সমষ্টি ভাবের স্রষ্টা যে পুরুষ, তাঁহাকেই হিন্দুগণ হিরণ্যগর্ভ, বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। (এই পুরুষ কথায় হস্তপদমস্তক বিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন)।



চেতন পুরুষের সম্পর্ক ছাড়িয়া, জড় জগৎকে যিনি ভাবনা করিবেন তিনি সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি কথার অর্থ আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। এই কথাটি মনে রাখিয়া তবে প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম গুণের প্রকৃত অর্থ সনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষের যে সম্বন্ধ সেইটি আলোচনা করিয়া সত্ত্ব রজ ও তম গুণ কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বং রজ স্তম ই'তি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

THE CALCUTTA READING
1872

---

* এই মূল ভাব সকলই বেদবাক্য; যে পুরুষ যে ভাবের স্রষ্টা এবং প্রকাশক তিনি সেই বাক্যের ঋষি; এবং সেই বাক্যনিহিত প্রকৃতির যে যে শক্তি হইতে বাহ্য জগতীয় কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় সেই শক্তির নাম দৈবশক্তি। বেদ কথার প্রকৃত অর্থ The book of universal life; এই স্বাভাবিক গ্রন্থের কতক কতক আমরা যাহারে বেদশাস্ত্র বলি তাহার মধ্যে আছে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষ্ দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিবারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

শ্রীভগবদ্গীতা ১৪ অধ্যায়।

সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারই অব্যয় দেহীকে ( চেতন আত্মাকে ) দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তন্মধ্যে সত্ত্ব গুণপ্রকাশক এবং অনাময়; নির্ম্মলতা হেতু এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গে এবং জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে।

রজগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা সাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত, এই গুণ দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে বদ্ধ করে।

তমগুণকে অজ্ঞানজ বলিয়া জানিও, ইহা দেহী সকলকে মোহে মুগ্ধ করে এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ করে।

সত্ত্ব দেহীগণকে সুখে আসক্ত করে. রজঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং জ্ঞান আবরণ করিয়া তমগুণ প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যখন দেহের সর্ব্ব দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিও

রজগুণ বৃদ্ধি পাইলে লোভ প্রবৃত্তি কর্ম্মারম্ভ স্পৃহা ও অশান্তির উদয় হয় তমগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেক ভ্রংশ অপ্রবৃত্তি প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

গীতা হইতে যে কথা গুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে সুখ ও জ্ঞান প্রদা শক্তির নাম সত্ত্বগুণ, যে শক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্তে



চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম রজোগুণ এবং যে জন্য মোহ উপস্থিত হইয়া আলস্যের উদয় হয় তাহারই নাম তমোগুণ। জীবজগতে জীবনী শক্তি তিন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়; যেখানে সুখের ও জ্ঞানের প্রাধান্য তাহাই সাত্ত্বিক জীবন, যেখানে কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রাধান্য তাহাই রাজসিক জীবন এবং যেখানে আলস্য এবং জড়তার প্রাধান্য তাহাই তামসিক জীবন। স্পেন্সর ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জীবের ক্রমাভিব্যক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, জীবনী শক্তির আকার দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই বোধ হয় প্রকৃতির রাজসিক আকার। এই পণ্ডিতগণ বলেন যে এই জীব জগতে জীবনের জন্য একটি যুদ্ধ অনবরত চলিতেছে এবং ইহা হইতেই জীবের ক্রমবিকাশ হইতেছে (Strugle for existence and Survival of the fittest)। জীবনের জন্য এই যুদ্ধ যেখানে প্রবর্ত্তিত হয় সেই খানে প্রকৃতির রজোগুণের লীলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি কথাটির অর্থ এই—প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ। প্রকার যিনি করেন তাঁহারই নাম প্রকৃতি। এই 'প্রকার' কথাটিকে ইংরাজীতে বলিতে গেলে 'variation' বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহ প্রসঙ্গ করাই প্রকৃতির কার্য্য। আবার এই জগতে যত প্রকার জীবদেহ প্রকৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে সকল গুলির মধ্যদিয়া এক গাছি জীবন সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জীবন সূত্রই ( Thread of life ) সূত্রাত্মা মূলপ্রকৃতি। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই সূত্র চক্রাকার অর্থাৎ জীবের প্রথম আকার ( সৃষ্টির প্রারম্ভে ) এবং শেষ আকার ( প্রলয়ের অবস্থায় ) এক প্রকার, কিন্তু এ সকল সত্য পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এখন ও বুঝিতে পারেন নাই।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমার যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র নমুহ্যতি ॥ গীতা

যেমন নিশ্চয় দেহীর ( পুরুষের ) দেহে কৌমার যৌবন ও জরাদশা সেইরূপ দেহীর দেহান্তরপ্রাপ্তিও নিশ্চয়; ধীর ব্যক্তি এই বুঝিয়া কখনও মোহগ্রস্ত হন না। সাংখ্য দর্শনের এই কথা যাঁহারা না মানেন তাঁহাদের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কাল্পনিক কথা সকল (Sherry) সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত

আদৌ মিলিতে পারে না। আমি পুরুষ, আমি অমর—আমি এখন যেমন আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, সৃষ্টির প্রারম্ভেও সেইরূপ আমার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছি এবং পরেও করিব; আমি এখন আছি, পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব; সুতরাং সাংখ্য দর্শনানুযায়ী সৃষ্টির কথা ভাবিতে গেলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি কি অবস্থায় ছিলাম তাহাই ভাবিয়া থাকি, সেই সময় আমি বাহ্য জগতের সত্ত্বা কিরূপ অনুভব করিতাম তাহাই ভাবিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এ ধরণের ভাবনার দিক দিয়াও যান না সুতরাং তাঁহাদের কক্ষ দিয়া সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জড় বলেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও প্রকৃতিকে জড় বলে, ইহা হইতেই যাঁহারা বুঝেন যে সাংখ্য দর্শনের কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা একই, তাঁহারা, আমার বোধ হয়, ভুল বুঝিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জড় বলা হইয়াছে বটে কিন্তু চেতন পুরুষ সদাই যে সেই জড়ে অধিষ্ঠিত আছেন এ কথাটা যেন সকলেরই স্মরণ থাকে। আসল কথায় এই জগৎ জড় পদার্থ নহে এই জগৎ চৈতন্যময়; কিন্তু চেতন পুরুষ প্রকৃতির নানাবিধ পরিণামে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজে অপরিণামী, এই জন্য প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষের একটা ভেদ আছে। প্রকৃতি যে নানাবিধ রূপ ধারণ করে তাহা পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য, তাহার নিজের তাহাতে কোন উপকার নাই; প্রকৃতির কার্য্য পরার্থ এই জন্যই প্রকৃতিকে জড়রূপ এবং চেতন পুরুষ হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিতে সাংখ্য দর্শনে উপদেশ দেয়।

আমি আজি যে দেহ ধারণ করিয়া আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, এই দেহ জীর্ণ হইয়া যখন নষ্ট হইয়া যাইবে তখন আমি অন্য এক দেহ ধারণ করিয়া আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকিব, তখন আমার এই দেহ যে আমা হইতে ভিন্ন পদার্থ তাহা বুঝিতে হইবে; আবার সেই দেহ নষ্ট হইয়া যখন অন্য দেহ ধারণ করিব তখন সেই দেহ ও আমা ছাড়া তাহা বুঝিতে হইবে। সংসারচক্রে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া আমি এইরূপ এক দেহ হইতে দেহান্তরে, আবার সেই দেহ হইতে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি, এইরূপ পরিভ্রমণকে শাস্ত্রে যোনীভ্রমণ নাম দেওয়া আছে।



আমার যেখান হইতে উৎপত্তি, ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সেই যোনী প্রাপ্ত হইব, তখন আমার সংসার চক্রে এক পাক ঘুরা হইবে। আমি প্রকৃতির পরিণাম-চক্রের মধ্যে পড়িয়া যে নানাবিধ আকারে অবস্থিতি করি সেই সমস্ত 'আকার' শ্রেণী যেন এক গাছি মালার ন্যায়; এক গাছি জীবনসূত্রে পরস্পর গাঁথা আছে; এই সূতা গাছটির রং কোথাও সাদা, কোথাও রাঙ্গা, কোথাও কাল; ইহারাই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। যে দেহ আশ্রয় করিলে আমি আমাকে সদাই সুখী জ্ঞান করি এবং জ্ঞানময় ভাব সকল অন্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই দেহের জীবনের নামই সত্ত্বগুণ; রজ ও তম গুণের অর্থও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। এই মনুষ্য দেহের মধ্যে আমি যখন মস্তিষ্কে অবস্থান করি (অর্থাৎ মস্তিষ্ক ভাগে মনঃসংযোগ করি) তখন আমার অন্তরে ভাব সকল প্রকাশ পাইতে থাকে এই জন্য মস্তিষ্কে সত্ত্বাধিক্য আছে বলা যায়। যখন মধ্যভাগে মনঃসংযোগ করা যায় তখন হৃদয়ের চাঞ্চল্য বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এ জন্য দেহের মধ্যভাগে রাজসিক শক্তির আধিক্য আছে বলা যায়। যখন অধোভাগে চিত্ত ধারণা করা যায় তখন আলস্য নিদ্রা উপস্থিত হয় এই জন্য অধোভাগে তম শক্তির প্রাধান্য আছে বলা যায়। শাস্ত্রে সত্ত্বং উর্দ্ধবিশালা, রজঃ মধ্যবিশালা এবং তমো অধো-বিশালা এইরূপ যে সমস্ত কথা আছে সেই গুলির অর্থ পূর্ব্বকথিত কথা হইতে বুঝা যাইবে। ঐ কথা গুলির অন্য কোনরূপ অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।—[ক্রমশঃ]

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

---

## তারা।

নীরব নিথর আঁধার সাগরে
রচিয়ে আনন্দ-মেলা,
কে তোরা রূপসী, জেগে সারা নিশি,
আকাশে করিস্ খেলা?